চুয়াডাঙ্গায় জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের আনন্দ মিছিল

সার্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা বিল- ২০২৩ জাতীয় সংসদে পাশ হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়ে আনন্দ মিছিল করেছে চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবকলীগ।

আজ মঙ্গলবার বিকেল ৫টায় চুয়াডাঙ্গা জেলা শিল্পকলা একাডেমী চত্বর থেকে আনন্দ মিছিলটি বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদিক্ষণ শেষে বড় বাজার শহীদ হাসান চত্বরে এসে শেষ হয়। পরে শহীদ হাসান চত্বরে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা করে সংগঠনটি।

কর্মসূচীতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি সৈয়দ ফরিদ আহম্মেদ।

চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান হাফিজের পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবকলীগের সাধারণ সম্পাদক ও পৌর কাউন্সিলর মাফিজুর রহমান মাফি।

কর্মসূচীতে আরও বক্তব্য রাখেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সদস্য আব্দুর রাজ্জাক, আবু তাহের, আতিউর রহমান বিপ্লব, মামুনুল হাসান, আব্দুস সামাদ, আসাদুজ্জামান সবুজ, আব্দুল আলিম, জাতীয় শ্রমিক লীগ চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মুক্তার হোসেন মিলন, সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি জুয়েল রানা, চুয়াডাঙ্গা পৌর কৃষকলীগের আহ্বায়ক রাকিবুর রহমান রাকু, পৌর স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি আব্দুল হালিম ভুলন, সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ইমরান আহম্মেদ, সাবেক সদস্য আল ইমরান বিপ্লব, কুতুবপুর ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি আক্তার হোসেন, দামুড়হুদা উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি রানা, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার ১ নং ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি ওয়াসিম আলী, সাধারণ সম্পাদক মামুন, ২নং ওয়ার্ডের সভাপতি ফারুক, ৩নং ওয়ার্ডের সভাপতি নাজমুল, সাধারণ সম্পাদক টোকন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দিসান, ৪নং ওয়ার্ডের সভাপতি পিন্টু, সাধারণ সম্পাদক রবিন, ৫নং ওয়ার্ডের সভাপতি উজ্জল, ৭ নং ওয়ার্ডের সভাপতি সজিব, সাধারণ সম্পাদক কাশেম, ৮নং ওয়ার্ডের

সভাপতি ইমদাদ, সাধারণ সম্পাদক আলমগীর, ৯নং ওয়ার্ডের সভাপতি খান ফয়সালসহ চুয়াডাঙ্গার প্রতিটা ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতাকর্মীরা।

আনন্দ মিছিল শেষে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে উন্নত দেশ গঠনে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি দেশের জনগণের কথা চিন্তা করেন। আজকে দেশের জনগণও উন্নত জীবনযাপনের স্বপ্ন দেখেন।আমরা প্রধানমন্ত্রীর এই যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের জন্য অভিনন্দন জানাই।

বক্তারা আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের গরিব-দুঃখী সর্বসাধারণের কথা চিন্তা করে এমন একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছেন। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের ধনী গরিবের যে বৈষম্য রয়েছে সেটা দূর হবে। মানুষ যাতে ভালো থাকে সেজন্য এই সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অভিযান আটক-১

চুয়াডাঙ্গায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অভিযান ১ জনকে আটক করছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।

আজ মঙ্গলবার বেলা সাড়ে এগারোটা সময় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার শামীম ভুঁইয়া ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক নাজমুল হোসেন খান ও উপ পরিদর্শক সাহারা ইয়াসমিন ও আকবর হোসেন এর নেতৃত্বে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর জেলা কার্যালয় চুয়াডাঙ্গা, সদর থানাধীন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান করে আসামি মো:ইকবাল (৪৪), পিতা :মো: ফজলু মাষ্টার গ্রাম: সাদেক আলী মল্লিক পাড়া, থানা ও জেলা চুয়াডাঙ্গা কে চুয়াডাঙ্গা সদর থানাধীন সাদেক আলী মল্লিক পাড়াস্থ নিজ দখলীয় বসতঘর হইতে ৩ কেজি গাঁজা সহ তাকে গ্রেপ্তার করা হয়, উক্ত গ্রেফতারকৃত আসামীকে বিজ্ঞ নির্বাহী

উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট ১ বছর ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করে জেল হাজতে প্রেরণ করেন।

দর্শনা প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের সাথে নবাগত ওসির মতবিনিময়

দর্শনা থানার নবাগত ওসি বিপ্লব কুমার শাহার সঙ্গে দর্শনা প্রেসক্লাব ও সাংবাদিক সমিতির সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টার দিকে দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি জাহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সাংবাদিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব মামুনের সঞ্চালনায় মতবিনিয় সভায় বক্তব্যে রাখেন দর্শনা থানার নবাগত ওসি বিপ্লব কুমার শাহা বলেন, সাংবাদিকরা সমাজের দর্পণ । পুলিশ ও সাংবাদিক কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করলে সমাজ থেকে মাদক, সন্ত্রাস, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, বাল্যবিবাহ, চাঁদাবাজিসহ সব ধরণের অপরাধ কমে যাবে।

এ সময় তিনি থানার সকল প্রকার অপরাধমূলক কর্মকান্ড দমন করতে এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নের লক্ষ্যে সাংবাদিকদের সহযোগিতা কামনা করেন।

এ মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন দর্শনা থানার সেকেন্ড অফিসার খান আব্দুর রহমান, দর্শনা প্রেসক্লাবের সম্পাদক হানিফ মন্ডল, এসময় উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক আওয়াল হোসেন, মনিরুজ্জামান ধীরু, এফ এ আলমগীর, নজরুল ইসলাম, মনিরুজ্জামান সুমন, চঞ্চল মেহমুদ, হাসমত আলী, আব্দুল আলিম, ওয়াসিম রয়েল, আব্দুল হান্নান, মাহমুদ হাসান রনি, আব্দুর রহমান, মাসুদ বিল্লা, আব্দুল হান্নান, রিফাত, সুকমল চন্দ্রদাস বাঁধন প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় যৌতুকের টাকা চেয়ে স্ত্রীকে শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ

আলমডাঙ্গা উপজেলা যুব উন্নয়ন অধিদফতরে কর্মরত (হিসাব রক্ষক) হাছিবুল আলম শিপনের বিরুদ্ধে যৌতুক ও শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ তুলেছে তারই স্ত্রী ফরিদা পারভিন। গত রবিবার সকালে ভুক্তভোগী ফরিদা খাতুন বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছে। নির্যাতনের শিকার ওই নারী হলেন দর্শনা থানার আনোয়ারপুর গ্রামের ফজলু হকের মেয়ে।

অভিযোগ সূত্রে জানাযায়, গত ২০ বছর আগে দর্শনা থানার আনোয়ারপুর হঠাৎপাড়া এলাকার ফজলু হকের মেয়ে ফরিদা পারভিনের সঙ্গে আলমডাঙ্গা উপজেলার হাটবোয়ালিয়া বাজারপাড়া এলাকার আবু তাহেরে ছেলে হাছিবুল আলম শিপনের পারিবারিকভাবে বিয়ে হয়। তাদের সংসার জীবনে এক পূত্রসন্তান রয়েছে। তাদের ছেলেটি একটি হাফেজিয়া মাদ্রাসায় অধ্যায়নরত রয়েছে।

ভুক্তভোগী ফরিদা পারভিন জানান, ইতোপূর্বে হাছিবুল আলম শিপন চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলা যুব উন্নয়ন অধিদফতরে হিসাব রক্ষক পদে কর্মরত ছিলেন। চাকুরির সুবাদে ওই এলাকায় বসবাস করা হয়। সে বিভিন্ন দুষ্ট প্রকৃতির লোকের সঙ্গে মিশে এক মেয়ের সাথে পরকীয়া প্রেমে আসক্ত হয়ে পড়ে। বিভিন্ন সময় যৌতুকের টাকা দাবি করে তাকে নির্যাতন করে।

নির্যাতন থেকে বাঁচতে পর্যায়ক্রমে বাবার বাড়ি থেকে তার স্বামীকে নগত ৭ লাখ টাকা এনে দেন স্ত্রী ফরিদা খাতুন। এছাড়াও বিয়ের সময় দেওয়া ৭ ভরি স্বর্ণের গহনা ও ৩ লাখ টাকার আসবাবপত্র হাছিবুল আলম শিপন বিক্রয় করে দেয়।

এতে হাফেজিয়া মাদ্রাসা পড়ুয়া ছেলেকে নিয়ে বিপাকে পড়েন স্ত্রী ফরিদা পারভিন। এর পরও তার স্বামী হাছিবুল আলম শিপন , শ্বশুর আবু তাহের, শাশুড়ি মরিয়ম বেগম নাহি, ননদ তানিয়া আক্তার তনু ও তার

স্বামী (ননদাই) রাশেদ হাসান যৌতুকের জন্য তাকে আরও বেশি মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন শুরু করে।

গত ২০ আগস্ট সকালে ফের এক লাখ টাকা যৌতুক দাবি করে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে। তাদের নির্যাতন ও অত্যাচার সইতে না পেরে, তার বাবার বাড়িতে চলে যেতে বাধ্য হয় ফরিদা পারভিন। পরে তার বাবা ফজলু রহমান স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন ফরিদা পারভিনকে।

বিচারের দাবিতে, ফরিদা পারভিন বাদি হয়ে রবিবার সকালে আলমডাঙ্গা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করেন।

নির্যাতনের শিকার ফরিদার বাবা ফজলু রহমান জানান, বিভিন্ন সময় যৌতুক নিয়েও ক্ষান্ত হয়নি মেয়ের জামাই হাছিবুল আলম শিপন। সরকারি চাকুরির অজুহাতে অন্য মেয়ের সাথে অবৈধ সম্পর্কে আমার মেয়ের উপর নির্মম নির্যাতন ও যৌতুক দাবি করে। বিচারের দাবিতে মেয়ে বাদি হয়ে থানায় অভিযোগ করেছে। এখন আমার মেয়ে তার ছেলেকে নিয়ে কোথায় দাঁড়াবে।

সত্যতা স্বীকার করে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মাসুম আহমেদ বলেন, অবৈধ সম্পর্কের অভিযোগে গত প্রায় ৩ মাস পূর্বে জীবননগর থেকে আলমডাঙ্গা উপজেলায় বদলি করা হয়েছে। অভিযুক্ত শিপনের স্ত্রী আমাদের নিকট লিখিত অভিযোগ করলে পরবর্তীতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অভিযুক্ত আলমডাঙ্গা উপজেলা যুব উন্নয়ন অধিদফতরে কর্মরত (হিসাব রক্ষক) হাছিবুল আলম শিপন জানান, আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছে, সেগুলো সম্পূর্ণ মিথ্যে। পরকীয়ার বিষয়ে তার নিকট জানতে চাইলে ফোন কেটে দেয়। একাধিকবার তার সাথে যোগাযোগ করার চেস্টা করা হলেও সম্ভব হয়নি।

দর্শনায় স্ত্রীর বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগে থানায় মামলা, সাংবাদিক সম্মেলন

দর্শনা শৈলমারী গ্রামে এক স্বামীর বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ তার স্ত্রীর। এ অভিযোগের ভিত্তিতে বিচারের নামে ডাকা হয় দর্শনা থানায়। এসময় বাদি-বিবাদি সহ গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গকে নিয়ে থানায় হাজির হলে বিবাদি সাহেব আলীকে ধরে থানা কাষ্টরিতে আটকে রাখা হয়। এদিকে বিচার-সালিশের নামে থানায় ডেকে বিবাদিকে আটকে দেওয়ার ঘটনায় দর্শনা প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন।

অভিযোগে জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের দর্শনা থানাধীন শৈলমারী গ্রামের মাঝপাড়ার মৃত আকবার আলীর ছেলে মিজানুর রহমান দর্শনা প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগে বলেন, আমার ছেলে মো: সাহেব আলীর স্ত্রী মোছা: সহিদা ওরফে নূপূরের সহিত সংসার করাকালে বিগত ৪/৫ মাস পূর্বে অন্যথায় পরকীয়ায় লিপ্ত হয়।

এ পরকিয়ার ঘটনা নিয়ে তাদের উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে উক্ত বিষয়টি স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গের উপস্থিতিতে আপোষ মিমাংসা করা হয়। এ আপোষ-মিমাংসার পরেও আমার ছেলের স্ত্রী সহিদা ওরফে নুপুর পূণরায় পরকীয়ায় লিপ্ত হয় এবং ঘটনা সম্পর্কে আমার ছেলে অবগত হওয়ার পর তার স্ত্রীকে মারধর করে।

উপরোক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে আমার ছেলের স্ত্রী সহিদা ওরফে নুপুর কয়েকদিন পূর্বে আমার ছেলে সাহেব আলীর নামে দর্শনা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করে। এ অভিযোগের তদন্তভার দর্শনা থানার এস,আই নিতিশ কুমারের উপর।

এঘটনায় গত ২১ আগষ্ট সোমবার দর্শনা থানার এসআই নিতিশ কুমার উক্ত ঘটনা মিমাংসার জন্য বিকাল সাড়ে ৫ টায় আমার ছেলে ও তার স্ত্রী মোছা: সহিদা ওরফে নুপুরকে দর্শনা থানায় হাজির হতে বলে। পরবর্তীতে আমি সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ বিকাল সাড়ে ৫ টার সময় দর্শনা থানায় উপস্থিত হওয়া মাত্রই দর্শনা থানার এসআই নিতিশ কুমার আমার ছেলেকে ধরে নিয়ে থানার কারাগার বন্দি করে রাখে।

এ আপোষ-মিমাংসায় আমি সহ উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়ন আ.লীগ সম্মেলন প্রস্তুত কমিটির আহব্বায়ক ও দর্শনা সরকারী কলেজের সাবেক ভিপি জামাল উদ্দিন, দর্শনা ট্রাক ও ট্রাংকলরী শাখার সভাপতি ইস্রাফিল হোসেন হাবলু, বেগমপুর ইউনিয়ন আ.লীগ সম্মেলন প্রস্তুত কমিটির সদস্য জাহাঙ্গীর আলম, মোবারক হোসেন (ড্রাইভার), আলমঙ্গীর হোসেন সহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ।

তিনি আরও বলেন, সালীসের নামে থানায় ডাকিয়া আনিয়া দর্শনা থানার এসআই নিতিশ কুমার যে কর্মকান্ড ঘটইয়াছে তাহা অপমান জনক ও ক্ষমতার অপব্যবহার বলে মনে করি এবং উক্ত ঘটনায় আমি সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গের সম্মানের হানী ঘটে।

এবিষয়ে দর্শনা থানার এসআই নীতিশ কুমার বলেন, সালিস বৈঠকের নামে কাউকে ডাকা হয়নি। তার স্ত্রী তার বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করলে তাকে আটক করা হয়। দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বিপ্লব কুমার সাহা বলেন, তার স্ত্রীকে মেরে হাত ভেঙ্গে দেওয়ার ঘটনায় তার স্ত্রী তার বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করেন। যা গতকাল সোমবার সন্ধা ৬ টা ৩৫ মিনিটে মামলা রেকর্ড হয়েছে।

দামুড়হুদায় ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলার প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ মিছিল

২১আগস্ট গ্রেনেড হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে কেন্দ্রীয় আওয়ামীলীগ নেতা হাশেম রেজা।

এ উপলক্ষে আজ সোমবার বিকেল ৫টার দিকে দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড থেকে দৈউলী মোড় পর্যন্ত বিশাল এক বিক্ষোভ মিছিল শেষে বাসস্ট্যান্ড চত্বরে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় আওয়ামীলীগের ত্রাণ ও

সমাজকল্যাণ বিষয়ক উপকমিটির সদস্য ও দৈনিক আমার সংবাদ, ডেইলী পোস্টের সম্পাদক হাশেম রেজা। এসময় তিনি বলেন, শোকের মাসে শক্তি সঞ্চয় করে আবারও নৌকার বিজয় সুনিশ্চিত করতে হবে। ১৯৭৫, ২০০৪সালের মতো আবারও গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে জামাত-বিএনপি। তাদের এই ষড়যন্ত্র কে প্রতিহত করতে হবে। সকল ভেদাভেদ ভুলে সকলকে এককাতারে এসে আবারও প্রমাণ করতে হবে আওয়ামীলীগ সরকার জণগণের সরকার।

এসময় আরও বক্তব্য রাখেন কুড়ালগাছি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সহসভাপতি হারুনুর রশিদ মোল্লা, পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সহসভাপতি রেজাউল করিম, নাটুদহ ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সহসভাপতি ইন্নাল শেখ, নতিপোতা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সহসভাপতি মোহাম্মদ আলী, জুড়ানপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সহসভাপতি আইনুদ্দীন মেম্বার।

এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের অন্যতম নেতা হাবিবুর রহমান হাবীব, আরিফুল ইসলাম, রাজু, দেলোয়ার হোসেন, পিন্টু, রকি, ইউসুফ, শেখ সাইদুর, জীবননগর উপজেলা যুবলীগ নেতা শাহাবুদ্দিন, শাকিল, তারিখ, জাহিদুল, সবুজ, জেবা প্রমুখ।

দামুড়হুদায় মাদক বিরোধী অভিযানে ২টি গাঁজার গাছ উদ্ধার,আটক-১

দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ কর্তৃক মাদক বিরোধী অভিযানে ২টি গাঁজা গাছ সহ একজনকে আটক করা হয়েছে।

থানা সূত্রে জানা যায়, রবিবার রাতে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবীরের নেতৃত্বে এস আই মঞ্জুরুল হক সঙ্গীয় ফোর্সসহ অত্র এলাকায় মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন।

এসময় রাত আনুমানিক সাড়ে ১১ টার দিকে অত্র থানাধীন ডুগডুগী কলোনিপাড়া সাকিনস্থ ডুগডুগী বাজার হতে ছোট দুধপাতিলাগামী পাকা

রাস্তার উপর থেকে মৃত.ওহাব আলীর ছেলে মোঃ জব্বার আলী (৫৫) তাঁর নিজের আবাদি জমির ঘাস ক্ষেতের মধ্য উদ্ধারকৃত গাঁজা গাছ পরিচর্যা করাকালে ৪ফিট লম্বা ২টা গাঁজা গাছ উদ্ধার সহ তাঁকে আটক করা হয়।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আলমগীর কবীর আটকের সত্যতা নিশ্চিত করে জানান,আটককৃত আসামীর বিরুদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা রুজু করা পূর্বক আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, অত্র থানা এলাকায় কোন প্রকার মাদকদ্রব্য কারবারি থাকবে না।জেলা পুলিশের সুযোগ্য পুলিশ সুপার মহোদয়ের নির্দেশনায় মাদক বিরোধী অভিযান চলমান থাকবে।

দামুড়হুদায় ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ সমাবেশ

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য হাজী মোঃ আলী আজগার টগর এমপি বলেন, ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে আওয়ামী লীগের ‘সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও দুর্নীতিবিরোধী’ সমাবেশে গ্রেনেড হামলায় দলটির তৎকালীন মহিলা বিষয়ক সম্পাদক ও প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমানের সহধর্মিণী আইভি রহমানসহ ২৪ জন নেতাকর্মী নিহত হন। আহত হন পাঁচ শতাধিক। আহতদের অনেকে এখনও শরীরে গ্রেনেডের স্প্লিন্টার নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

দামুড়হুদায় বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও তৎকালীন বিরোধী দলের নেতা শেখ হাসিনাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যার উদ্দেশ্যে, ২১শে আগস্ট গ্রেনেড হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার বেলা ১১ টার দিকে দামুড়হুদায় প্রতিবাদ সমাবেশটি দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামীলীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মনজুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের মাননীয় সাংসদ হাজী মোঃ আলী আজগার টগর। দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আলী মুনছুর বাবুর সঞ্চালনায় এসময় উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হাজী মোঃ শহিদুল ইসলাম, পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এস এ এম জাকারিয়া আলম,জুড়ানপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন,সদর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান হযরত আলী, কার্পাসডাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুল করিম বিশ্বাস, কুড়ালগাছী ইউনিয়ন চেয়ারম্যান কামাল উদ্দীন, হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত)নিজাম উদ্দিনসহ এসময় উপজেলা আ,লীগ যুবলীগ,,কৃষক লীগ, ছাত্রলীগসহ বিভিন্ন নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

এসময় উপজেলা আওয়ামী লীগের সকল পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ বিক্ষোভ সমাবেশে অংশ নেন এবং বক্তব্য রাখেন।

আলমডাঙ্গায় ট্রাক-ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ২; আহত

- ৬

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় মাছ বোঝাই ট্রাক ও যাত্রীবাহী ব্যাটারিচালিত ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে ইজিবাইকের চালকসহ দুইজন নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছেন আরও ৬ জন।

সোমবার সকালে উপজেলার হাটবোয়ালিয়া ফুটবল মাঠের আলমডাঙ্গা-গাংনী আঞ্চলিক সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন, উপজেলার গাংনী ইউনিয়নের শিবপুর গ্রামের মৃত আতিয়ার রহমানের ছেলে সাজিদুর রহমান (৫৫) ও শখা মুন্নার ছেলে খাইরুল ইসলাম (৪০)।

আহতরা হলেন আজিজুল হক (৪১), জানু উদ্দিন (৪৫), দিপু (১৯), আব্দুস সামাদ (৩০), আসাদুল (৫৫), আনারুল ইসলাম (৫০)। আহত ও নিহতরা সকলেই দিনমজুরের কাজ করতেন।

স্থানীয়রা জানান, রবিবার সকালে গাংনীর বানিয়া পুকুর থেকে যশোর গামী মাছ বোঝাই একটি ট্রাক হাটবোয়ালিয়া ফুটবল এলাকায় পৌঁছলে বিপরীত দিক থেকে আসা যাত্রীবাহী ব্যাটারিচালিত ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ইজিবাইকের ২জন যাত্রী ঘটনাস্থলেই মারা যান। এ ঘটনায় আহত ৬ যাত্রীকে আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক বিপ্লব কুমার নাথ জানান, নিহতদের মরদেহ হারদি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রয়েছে । দুর্ঘটনার জন্য দায়ী ট্রাকটি জব্দ করা গেলেও চালক ও হেলপার পালিয়ে গেছে। এছাড়াও আহতের হারদিসহ বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে।

আলমডাঙ্গার শেফা ক্লিনিককে অভিযান, ২৫ হাজার টাকা জরিমানা

শর্তানুযায়ী চিকিৎসক, নার্স ও টেকনিশিয়ান না থাকাসহ বিভিন্ন অভিযোগে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অভিযান চালিয়ে শেফা ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে।

গতকাল রবিবার বিকেলে উপজেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারি কমিশনার (ভূমি) রেজওয়ানা নাহিদ অভিযান চালিয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে এ জরিমানা করেন।

আদালত সূত্রে জানাযায়, মানুষ জীবন বাঁচাতে এসব ক্লিনিকে চিকিৎসা নিতে আসেন। কিন্তু শেফা ক্লিনিক তাদের লাইসেন্সের শর্ত ভঙ্গ করে নিজেদের মতো ব্যবসা করছে। সার্বক্ষণিক চিকিৎসক থাকার নিয়ম থাকলেও চুক্তিভিত্তিক ডাক্তারের মাধ্যমে চলছে কার্যক্রম। জরুরী বিভাগেও পাওয়া যায়নি নার্স কিংবা টেকনিশিয়ান। এছাড়াও বিভিন্ন অভিযোগের ভিত্তিতে শেফা ক্লিনিকে অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযোগের সত্যতার ভিত্তিতে শেফা ক্লিনিক কতৃপক্ষকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) রেজওয়ানা নাহিদ জানান, রবিবার দুপুরে পৌর এলাকার কলেজপাড়ার শেফা ক্লিনিককে জরিমানা করা হয়। অভিযান অব্যাহত থাকবে।